ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

70

তারিখ 05 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 1

দৈনিক ইনকিলাব

20

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিকারমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বর্তমানে পরিকল্পিত উন্নতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি প্রসার ও মনোযোগ দিতে হবে তা হচ্ছে শিক্ষা। কারণ, সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি সভ্যতার ইতিহাসে তত বেশী উন্নত ও সমাদৃত। বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার শতকরা মাত্র ২৬ বা ২৭ জন। কাজেই জাতীয় উন্নতির জন্য আমাদের নিবেদিত প্রচেষ্টায় যে সফলতা বয়ে আনা উচিত তা কোনভাবেই প্রার্থিত পর্যায়ে উন্নীত হয়নি। প্রচলিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে আত্ম-সচেতন করতে না পারলে আমাদের আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি হবে সুদূর পরাহত। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেশীর ভাগ লোকের জীবনে সমাপনী শিক্ষা বলে মেনে নেয়া হয়। জীবন সংগ্রামের কঠিন পরীক্ষায় উত্তরণের জন্য সাধারণ মানুষকে অনেক কিছু সঙ্গে আপোষ করতে হয়, আবার অনেক কিছুর কাছে করতে হয় আত্মসমর্পণ। জীবন-যুদ্ধে পরাজিত মানুষকে শিক্ষার হাতছানি আর অনুপ্রাণিত করতে পারে না। বাধ্য হয়ে সম্ভাবনাময় জীবনের ইতি টেনে তাকে অতি দুঃখে-কষ্টে জীবনের বাকী দিনগুলো অতিবাহিত করতে হয়। তবে প্রাথমিক শিক্ষাকে তাদের জন্য সমাপনী শিক্ষা হিসেবে মেনে নেয়ার পর যদি তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা হয় তবে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে স্বাক্ষর জনসংখ্যা আশানুরূপভাবে বেড়ে যাবে, দেশের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানুষ সম্যকভাবে খউপলব্ধি করবে, আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা খুঁজে পাবে নতুন দিগন্ত।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রাপ্ত উপাত্ত অনুসারে শতকরা ৭০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করার জন্য আগমন করে। কিন্তু যারা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে প্রাথমিক বিদ্যালয় ত্যাগ করে তাদের সংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগত শিশুদের শতকরা ২৫ জন হবে কি-না তাতেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাজেই বিদ্যালয়ে আগত শিশুদের সংখ্যা ও প্রাথমিক শিক্ষা শেষে বিদায়ী শিশুদের সংখ্যা আমাদের কাছে একটা বিষয় পরিষ্কার করে দেয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণী হতে পঞ্চম শ্রেণীতে উত্তরণের আগেই বেশীর ভাগ শিশুই শিক্ষা জীবনের ইতি টানে। এদেরকেই বলা হয় স্কুল পলাতক শিশুর দল। শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য এদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে না পারলে স্বাক্ষর জনসংখ্যার হার কোনদিনই কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছবে না; সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন হবে বিলম্বিত। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান এই নৈরাজ্য দূর করতে হবে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের আশু প্রচলন বিশেষভাবে কাম্য। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের বিশেষ একটা দিক আলোচিত হবে যার প্রয়োগ প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের অন্তর্গত অন্যান্য বিষয়ের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

দেশের স্বাক্ষর জনসংখ্যার হার বাড়ানোই প্রাথমিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য। আর স্বাক্ষর জনশক্তি হিসাবে আখ্যায়িত হওয়ার জন্য সব শ্রেণীর লোকদেরকে পড়তে, লিখতে এবং সাধারণ হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণের জন্য অংক জানতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে যদি একজন শিশু উল্লিখিত জ্ঞানের অধিকারী হতে পারে তবে তাকে স্বাক্ষর জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাই বাংলাদেশের বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে সমাপনী শিক্ষা। কাজেই এই শিক্ষাপ্রাপ্তির পর যাতে তারা সঠিকভাবে পড়তে, লিখতে ও প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ ভালভাবে রাখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে, অদূর ভবিষ্যতে প্রতিটি বাংলাদেশী স্বাক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন হয়ে সমাজ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারে।

দেশে স্বাক্ষর জনশক্তি বাড়াতে হলে জাতির ভবিষ্যত শিশুদের দিয়েই শুরু করতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় আগত শিশুদের যদি প্রাথমিক শিক্ষার শেষ ধাপ পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যায় এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান নিশ্চিত করা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে এদেশের একটি লোকও নিরক্ষর থাকবে না। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের আওতাধীন বাংলা ও হাতের লেখা যদি শিশুদের ভালভাবে শেখানো হয় তবে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবেই। কারণ, তাদের অর্জিত জ্ঞান তাদেরকে আত্মসচেতন করে তুলবে, তারা ভালমন্দ বিচার করতে শিখবে, পারবে সমাজের অগ্রগতিতে অমূল্য অবদান রাখতে।

একটা গবেষণা পরিচালনা করলে এ সত্য আবিষ্কৃত হবে যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের একটা বৃহদাংশ শুধু পড়ার অপারগতার দরুন বিদ্যালয় ত্যাগ করে সারা জীবন নিরক্ষরতার অভিশাপে অভিশপ্ত জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। এদের অনেকেই হয়ত সঠিক অক্ষর জ্ঞান লাভের অভাবে আর অগ্রসর হতে না পেরে বিদ্যালয় ত্যাগ করে। আবার অনেকেই হয়ত সঠিক উচ্চারণ— অভাবে শ্রেণীকক্ষে পঠিতব্য বিষয় এড়িয়ে চলতে শুরু করে এবং পরিশেষে বিদ্যালয় ত্যাগ করে পূর্বের নিরক্ষর জীবনে প্রত্যাগমন করে। কিন্তু এদের জন্য যদি প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু রাখা হয় তবে শিক্ষার অপচয় বহুলাংশে বন্ধ করা সম্ভব। নিম্নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পঠন সমস্যা দূরীকরণার্থে প্রতিকারমূলক পাঠদানের মূলনীতিগুলোকে তুলে ধরা হচ্ছেঃ—

শিশুদের পঠন সমস্যা আলোচনা করলে যে চারটি মূল বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা নিম্নরূপঃ

(ক) কোন দু'টি শিশুর পঠন সমস্যা একইরূপ পরিস্থিতি হতে উদ্ভূত হতে পারে না;

(খ) কোন দু'টি শিশুর পঠন প্রকৃতি ও ধারা একইরূপ হতে পারে না;

(গ) কোন দু'টি শিশুর পঠন উন্নতির জন্য একইরূপ শিক্ষাদানের প্রয়োজন হতে পারে না;

এবং (ঘ) কোন দু'টি শিশুর পঠন সমস্যা সমাধানের জন্য একইরূপ পদক্ষেপ অনুসৃত হওয়া বিধেয় নয়।

উত্তরে উপস্থাপিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, একজন শিশু অন্য একজন শিশু হতে অনেক দিক দিয়েই স্বতন্ত্র। কারণ একজন শিশুর পঠন-সমস্যা অনেকগুলো কারণের সমন্বয়ে রূপ লাভ করতে পারে এবং এদের সঠিক প্রকৃতি আবিষ্কার এবং যথাযথ প্রতিকার উদ্ভাবন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত সমাধান পাওয়া সম্ভব। এখানেই নিহিত আছে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের মৌল-তাৎপর্য।

ডঃ এম, আজহার আলী

প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানরত শিক্ষক সমস্যা সংক্রান্ত ফলাফল ভালভাবে পর্যালোচনা করেন এবং শিশুর জন্য এমন একটা পরিবেশ রচনা করেন যা তাকে পাঠ্য বিষয়াদি আশানুরূপ গতিতে পঠনশক্তি যোগায়। প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানরত শিক্ষকের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পদ্ধতির মাঝে এমন একটা যোগসূত্র স্থাপন করা যা পঠনে অপারগ শিশুকে তার সমস্যা অতিক্রমের সুযোগ প্রদান করে। শিশুদের পঠনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, যা তাদের পঠনকালে আত্মপ্রকাশ করে ধরা পড়ে, দেখে মনে হয় যে, কোন দুটি শিশুর পঠনজনিত সমস্যার একইভাবে সমাধান দেয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। এতদসত্ত্বেও প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানে এমন কতগুলো মূলনীতি অনুসরণ করা যায় যা এদের বিশেষ প্রকৃতি সত্ত্বেও বিশেষ একজন শিশুর পঠন অপারগতা দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রতিকারমূলক কার্যক্রম কিছু সাধারণ বিষয় আছে। তবে সাধারণ বিষয়গুলো ব্যবহারিক উপযোগিতা নির্ভর করে সমস্যার প্রকৃতির উপর। কারণ, শব্দ চেনা সমস্যায় যে বিষয়গুলো সাধারণভাবে স্বীকৃতি পাবে, 'সরবপাঠ'-এ তার প্রকৃতি হবে ভিন্নধর্মী। মোটকথা, সমস্যার প্রকৃতি বিচারে তার যথাযথ সমাধান বের করাই হবে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের বৈশিষ্ট্য।

পঠনে অপারগ শিশুর সমস্যা দূর করার জন্য যে সকল সুচিন্তিত পদক্ষেপ অনুসরণ করা যেতে পারে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ

(ক) শিশুকে পঠন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার সঠিক বিচার ও উপলব্ধির উপর প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের প্রকৃতি নির্ধারিত হবে। শিশুকে কি ধরনের সাহায্য দিতে হবে তা শিক্ষককে ভালভাবে চিহ্নিত করে করতে হবে। তাঁকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যাতে তাঁর শিক্ষাদান প্রচেষ্টা শিশুর প্রয়োজনকে এড়িয়ে না যায়।

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

22

(খ) প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের কার্যক্রম মূলতঃ ব্যক্তি কেন্দ্রিক হবে। প্রতিটি শিশুর মাঝে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান তাই তার সমস্যার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং সমস্যার মিল থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি শিশুর যদি আলাদাভাবে যত্ন দেয়া না হয় তবে তার সমস্যার সমাধান সঠিক পর্যায়ে না-ও পৌঁছতে পারে। কাজেই শিশুর পঠন সমস্যার প্রতিকারের নিমিত্ত পরিকল্পিত প্রতিকারমূলক পাঠদান প্রতিটি শিশুর জন্য পৃথকভাবে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান কর্মসূচী হবে সুবিন্যস্ত। শিশুর জন্য নিয়মিত শিক্ষাদানকে যেমন সুসংগঠিত রাখার চেষ্টা করি তেমনই তার জন্য পরিকল্পিত প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানকেও সুসংগঠিত করতে হবে। কারণ, নিয়মিত শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সব শিশুর উন্নতির চেষ্টা গ্রহণ করা সত্ত্বেও যারা ব্যক্তিগত সমস্যায় ভুগছে তাদের কোন উপকার হয় বলে নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কাজেই যাদের পঠন সমস্যা আছে তাদের জন্য প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান সংগঠিত না করতে পারলে পাঠের প্রতি তাদের মনোযোগ বিঘ্নিত হবেই। তাদেরকে আর বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাবে না।

(ঘ) পঠন প্রক্রিয়াকে শিশুর কাছে অবশ্যই অর্থবহ করতে হবে। শিশুর পাঠ্য বিষয়ে সে যদি সঠিক উচ্চারণ অথবা সঠিক বানান সমস্যার জন্য বুঝতে না পারে তবে পাঠের প্রতি তার আগ্রহ চলে যাবে। পাঠে সে আর আনন্দ পাবে না। সুতরাং প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে যদি তার পঠন সমস্যার যথাযথ প্রতিকারের ব্যবস্থা না নেয়া হয় তবে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি তার মন বিষিয়ে উঠবে, বিদ্যালয়ে আর তাকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

(ঙ) প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানে শিশুর ব্যক্তিত্বকে বিশেষ মূল্য দিতে হবে। প্রতিটি শিশুর মাঝে অবশ্যই কিছু সম্ভাবনা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। এই সম্ভাবনা তার নিজস্ব সম্পদ। এই সম্ভাবনার যথাযথ আবিষ্কার ও সঠিক ব্যবহার শিশুর অগ্রগতির দিক নির্দেশ করে। কাজেই শিশুর সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে এর প্রতিবন্ধকতাকে যদি এড়িয়ে চলা হয় তবে শিশুর সম্ভাবনা চিরদিনই অজানা থেকে যাবে। সুতরাং প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের ভেতর দিয়ে শিশুর সম্ভাবনা বিকাশের প্রতিবন্ধকতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া না হয় তবে শিশুর অগ্রযাত্রা ব্যাহত হতে বাধ্য। এরূপ একটি সমস্যার স্থান শিশুর পঠন অপারগতা দখল করে থাকতে পারে।

(চ) পঠন কার্যক্রম শিশুর কাছে উৎসাহ ব্যঞ্জক হবে। শিশু যদি তার পঠনের সঙ্গে একাত্মবোধ না করে তবে তার পঠন অগ্রগতি সাবলীলতা লাভ করতে পারে না। সুতরাং শিক্ষক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখবেন শিশু যেন তার পঠন অসুবিধার জন্য পঠিতব্য বিষয়ের মূল রস উপলব্ধি করা থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রয়োজনবোধে প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক অগ্রগতি নিশ্চিত করবেন। এর জন্য শিক্ষককে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও কিছু করার জন্য মানসিকভাবে তৈরী থাকতে হবে।

(ছ) বিষয়বস্তু ও অনুশীলন শিশুর পঠন দক্ষতা ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধ রক্ষা করে রূপলাভ করবে। পঠনের বিষয়বস্তু শিশুর সামর্থ্য, অভিরুচি ও অনুরাগের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করেই রচিত হবে। কারণ, শিশু যদি তার ক্ষমতানুযায়ী পঠনে অগ্রসর হওয়ার মত পরিবেশ না পায় তবে পঠনের জন্য নির্ধারিত অনুশীলনকে সে এড়িয়ে চলবে। তার পঠন উন্নতি হতে ব্যাহত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক মহোদয় শিশুর জন্য প্রতিকারমূলক শিক্ষাদান এমনভাবে রচনা করবেন যাতে শিশু তার পঠন দুর্বলতা হতে মুক্তি পায়, তার পঠন গতি লাভ করে স্বচ্ছন্দ রূপ।

(জ) প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হবে। প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানকারী শিক্ষককে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে, হতে হবে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, কঠোর পরিশ্রমী এবং আপোষমূলক মনোভাবাপন্ন। কারণ, তাঁকে শিশুর সমস্যা চিহ্নিত করে কর্তব্যে ইতি টানলে চলবে না, সমস্যা নিরসনের জন্য করতে হবে আপ্রাণ চেষ্টা এবং সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার মানসিকতার অধিকারী। পঠন সমস্যাকে শিশুর অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হিসাবে চিহ্নিত করার পর যদি এর প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তবে শিশুর উন্নতি হবে বাধাপ্রাপ্ত। প্রাথমিক শিক্ষার আওতাভুক্ত সবগুলো বিষয়েই শিশুদের সমস্যা দেখা দিতে পারে যা সাধারণভাবে শিক্ষাদানের মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণদানের আগে পাঠ্যক্রমের রচনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রমে একে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের মাঝে শতকরা প্রায় ৭৫ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অদূর ভবিষ্যতে সকল শিক্ষকই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। অতএব, এখই যদি প্রতিকারমূলক শিক্ষাদানের নিমিত্ত প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম রচিত এবং ব্যবহৃত না হয় তবে বিদ্যালয়-পলাতক শিশুর সংখ্যা কোনভাবেই কমবে না। কারণ, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাদেরকে সাহায্য করার মত কেউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকবে না। এর ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের বাস্তবায়ন হবে বহুলভাবে বিঘ্নিত।

তাই, পরিশেষে সরকারের কাছে আমার আবেদন, সরকার যেন সমস্যাটি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে এর আশু সমাধানকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।